দৈনিক সংবাদ

17

তারিখ ... 0-6-OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ঃ এসএসসি পরীক্ষা ও কম্পিউটার পদ্ধতি

আমাদের দেশের এসএসসি পরীক্ষায় ১৯৯১ সালে ছিল একরকম পদ্ধতি যা বহুকাল পূর্ব হইতে চলে আসছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালে করা হল আরেক নতুন পদ্ধতি। যে পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রদেরকে পরোক্ষভাবে বলে দেয়া হল- তোমাদের লেখাপড়ার তেমন প্রয়োজন নেই, যদি তোমরা (√) টিক চিহ্ন দিতে পার তাহলেই তোমরা পাস। যে পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত জাতিকে করা হল পঙ্গু, শিক্ষাকে করা হল পঙ্গু আর সমস্ত দেশ ও জাতিকে ঠেলে দেয়া হল অনেক অনেক পেছনের দিকে। যে শিক্ষাকে মানুষ শ্রদ্ধা করত মানুষের চোখে সে শিক্ষাকে করা হল শ্রদ্ধাহীন।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক অপড়ুয়া অর্থাৎ যারা ইতিমধ্যে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিল তারা এবং অনেক মেধাহীন ছাত্র যারা কখনও কলেজে যাবার স্বপ্নও দেখেনি তাদেরকে সুযোগ করে দেয়া হল কলেজে যাবার আর মেধাবী ছাত্রদেরকে করা হল তাদের সমপর্যায়ের। অবশ্য এখানে তারা পরিস্থিতির শিকার মাত্র। এরপর ১৯৯৪-এ শুরু হল নতুন আরেক পদ্ধতি অর্থাৎ ছাত্রদের খাতা দেখা হল কম্পিউটারের মাধ্যমে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রদের জীবন নিয়ে শুরু হল খেলা। যে পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত ছাত্রকে করা হল জীবিত আর জীবিত ছাত্রকে করা হল মৃত। যে পদ্ধতির কম্পিউটারের ভুলের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রকে ফেল আর অনেক মেধাহীন ছাত্রকে পাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যার অহরহ প্রমাণ আমরা পত্রিকায় দেখেছি এবং পড়েছি। ১৯৯৪ সালের এক পত্রিকায় আমরা দেখেছি, দু'জন মৃত ছাত্রেরও রেজাল্ট এসেছে, তারা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে পাস করেছে। তাছাড়া দেখা গেছে একজন ছাত্রের অংকে ২৮ দিয়ে ফেল রাখা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল ছেলেটি অংকে ৯২ পেয়ে মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান দখল করে। এছাড়াও এসবের ব্যতিক্রম ঘটেনি। কক্সবাজারের রেজাল্টই-এর জলন্ত প্রমাণ।

যেখানে প্রথমে ছিল কম্পিউটারের ভুলের কারণে সমস্ত শহরের পাসের হার ১৭% সেখানে পরে দেখা গেল পাসের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪%। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে একথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত যে, আমাদের দেশে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা সঠিক হয়নি। তাছাড়া যে দেশের শতকরা ৭০% মানুষ নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না সেদেশে কেন কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তা আমার বোধগম্যের বাইরে।

এছাড়া কম্পিউটার পদ্ধতিতে ছাত্রদেরকে উইথেন্ডের মাধ্যমে অযথা হয়রানির মধ্যে ফেলানো হয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন আপনারা কম্পিউটার পদ্ধতি বাতিল করুন এবং বন্ধ করুন ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

মোঃ সাহেদুর রহমান (সাহেদ)
গ্রাম ঃ খাসা (কুয়ারপার),
পোঃবিয়ানীবাজার-৩১৭০,
জেলা ঃ সিলেট।